بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আমরা খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে টুকরো টুকরো হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদেরকে এক মালায় সংযুক্ত করেছেন। এদিক থেকে আমরা এই অঙ্গীকারও করি যে, আমরা আহমদীয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়ীত্বের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৭ শে মে ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার বলেন,আজ ২৭শে মে, আহমদীরা জানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর এ দিনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খিলাফতের সূচনা হয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতে এই দিবসটি খিলাফত দিবস হিসেবে উদযাপিত হয় বা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কুদরতে সানীয়া সম্পর্কে প্রদত্ত শুভ সংবাদের জন্য আমরা খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে টুকরো টুকরো হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদেরকে এক মালায় সংযুক্ত করেছেন। এদিক থেকে আমরা এই অঙ্গীকারও করি যে, আমরা আহমদীয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়ীত্বের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। জামাতে আহমদীয়ার গত ১০৮ বছরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, এই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য প্রজন্ম পরম্পরায় আমরা অবিচলতার সাথে কুরবানী দিয়ে আসছি, ত্যাগ স্বীকার করে আসছি। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও জামাতের প্রতিটি সদসদ্যকে যারা এখন জামাতভুক্ত বা ভবিষ্যতে জামাতভুক্ত হবে, সবসময় এই অঙ্গীকার রক্ষা করে চলার তৌফিক এবং সৌভাগ্য দান করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য যা উল্লেখ করেছেন তা হলো বান্দাকে খোদার নিকটতর করা এবং খোদার সকল অধিকার প্রদান এবং বান্দাদের পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা।

সম্প্রতি আমি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর সফরে ছিলাম, সেখানে কিছু সাংবাদিক এবং শিক্ষিত শ্রেণী আর বুদ্ধিজীবিরা আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, তোমাদের উদ্দেশ্য কি বা তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি তাদেরকে এই উত্তরই দিয়েছি যে, আহমদীয়া খিলাফত এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্দেশ্য তা-ই যা অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন,আর তা হলো বান্দাকে খোদার নিকটতর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং মানব জাতির প্রাপ্য তাদেরকে প্রদান করা। এর চেয়ে বেশি আমাদের আর কোন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নেই, কেননা আজকের পৃথিবীতে আমরা দেখছি যে, মানুষ খোদা তা'লাকে ভুলে যাচ্ছে। মানব সেবার নামে স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করছে। এর ফলে অধিক অস্বস্তির জন্ম হয় এবং বিভিন্ন দেশ এবং জাতির মাঝে দুরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

এই সফরে আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে প্রচার মাধ্যমে অনেক সাক্ষাৎকার হয়েছে। অ-মুসলিমদের সাথে মালমো মসজিদের উদ্বোধন ছাড়াও ডেনমার্কের স্টকহোম-এ দু'টো অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ইসলাম এবং কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা আর রসূলে করীম (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন-এর উত্তম আদর্শের বা আচরিত জীবনের প্রেক্ষাপটে আলোচনা হয়েছে। এদের অধিকাংশ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছে যে, আজকে আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

আর যেভাবে আমি বলেছি, তারা জানিয়েছে যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আমরা আজকে জানতে পেরেছি, আজ জামাতে আহমদীয়ার খলীফার কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর চলমান খিলাফত ব্যবস্থা শুধু মান্যকারীদেরকেই পথের দিশা দেয় নি বা শুধু মান্যকারীদেরকেই পথের দিশা দেয় না বরং অন্যদেরও অর্থাৎ যারা অ-মুসলিম বা ইসলাম বিরোধী বা যারা

ইসলাম সম্পর্কে ভীত, তাদের সামনেও প্রকৃত ইসলামের চিত্র তুলে ধরে। অমুসলিমদের ওপর আমাদের অনুষ্ঠানে আসার সুবাদে কি প্রভাব পড়ে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখন আমি তুলে ধরবো। ডেমমার্কে হোটেলে এক অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিল যাতে স্টেন হফম্যান নামে এক ড্যানিশ অতিথি ছিলেন। তিনি বলেন, খলিফার বক্তৃতা শুনে আমি গভীর প্রশান্তি পেয়েছি এবং আনন্দিত হয়েছি কেননা আজকের যুগে এমন বাণীর একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় খলীফার কথাকে সুন্দরভাবে মানুষ নেবে। এটি আমার প্রার্থনা।

ডেনমার্কের একটি শহরের নাম হলো, নাক্সকো। সেখানকার কাউন্সিলর এক সদস্য বলেন যে, খলীফার বক্তৃতা সুদূরপ্রভাববিস্তারী ছিল। আমি এটি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভয় ভীতি মুক্ত থেকে পৃথিবীতে শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক সমুজ্জল মিনার হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এরা তারা যারা জামাতে আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

ডেনমার্কেই বিশেষ ভাবে প্রথমবার মহানবী (সা.)-এর ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়। আমি তাদেরকে এটিই বলেছিলাম যে, এর ফলে ঘৃণা বিস্তার লাভ করবে, শান্তি বিঘ্নিত হবে, ধ্বংস এবং বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই হস্তগত হবে না। আর এ কথাকে তারা স্বীকারও করেছে, যদিও এটি এমন একটি বিষয় বা এমন একটি ইস্যু যা আমাদের জন্য অত্যন্ত স্পর্ষকাতর।তার শেষ কথা হলো, সেই সমস্ত ব্যঙ্গ চিত্র সম্পর্কে কথা বলা খুবই স্পর্ষকাতর বিষয় কিন্তু তুমি যেভাবে বুঝিয়েছ আমরা তা অনুধাবন করতে পেরেছি।

একজন অতিথি বলেন যে, আজকের বক্তৃতার পর মুসলমানদের সম্পর্কে মানুষের মতামত অবশ্যই বদলে যাবে। তিনি বলেন আমি ইসলামকে উত্তমভাবে বোঝার জন্য একটি কুরআন শরীফও আনিয়েছি যাতে টীকাও রয়েছে অর্থাৎ তফসীরও রয়েছে। আজকের পর আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার জ্ঞানের অনেক ঘাটতি রয়েছে আর আমি অনেক জানার চেষ্টা করব।

নাক্সকো থেকে একজন অতিথি লিখেছেন যে, আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, এই কনফারেন্স সারা জীবনের জন্য স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে আমার স্মৃতিপটে অভিজ্ঞতা হিসেবে বিরাজ করবে। তিনি বলেন যে, কোপেনহ্যাগেন থেকে নাক্সকো ফিরে আসা পর্যন্ত একটি বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, পুরো সফরে এই কনফারেন্স সম্পর্কে আলোচনা হয়। সবাই এই বিষয়ে একমত ছিল যে, আমরা একটি খুব ভালো দিন অতিবাহিত করেছি আর অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি।

আরেকজন ভদ্রমহিলা অতিথি তার ভাবাবেগ এভাবে প্রকাশ করছেন যে, এই কথাগুলো ভাবতে বাধ্য করে কিন্তু একদিক থেকে এটি দুশ্চিন্তার কারণও বটে কেননা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি এক ভীতিপ্রদ চিত্র অঙ্কন করেছেন, যুদ্ধের আশঙ্কা সম্পর্কে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার সময় এখনও আছে নতুবা পরে আমাদের হা-হুতাশ করতে হবে।

আরেক ভদ্র মহিলা যিনি ড্যানিশ অতিথিনী, তিনি বলেন, আজকের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে শুধু নেতিবাচক কথাই জানতাম, কিন্তু আজকে যা শুনেছি তা ভালো এবং ভালোবাসাপূর্ণ বাণী। আমি শিখেছি যে, আইসিস ইসলাম নয়। ইসলামী শিক্ষা হলো সব ধর্মের বা ইবাদত গৃহের সুরক্ষা করা উচিত।

আরেকজন ড্যানিশ অতিথি বলেন যে, আজ এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রচার মাধ্যমে ইসলামের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা ভ্রান্ত। আমি গভীরভাবে আবেগ আপ্লুত হয়েছি যে, এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যিনি আমাকে জিহাদের অর্থ বুঝিয়েছেন। প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং পৃথিবীতে শান্তি সংক্রান্ত ভারসাম্য বজায় রাখার প্রেক্ষাপটে তার কথাগুলো আমার খুবই ভালো লেগেছে।

আরেকজন ড্যানিশ অতিথি বলেন, খলীফা তার বক্তৃতায় কুরআনের উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছেন, এটি থেকে বোঝা যায় যে, তার কথাগুলো বানানো নয় বা স্বপ্রস্তাবিত নয় বরং বাস্তব ভিত্তিক। তিনি বলেন, সত্য বলতে কি ড্যানিশ মানুষ মুসলমান এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ সম্পর্কে খুবই ভীত কিন্তু অন্ততপক্ষে আজকের পর এটি বুঝতে পেরেছি যে, সেখানে যা কিছু হচ্ছে তা মুহাম্মদ (সা.) বা তাঁর ধর্মের ধর্মের দোষ নয় বরং তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলে যে, তাঁর বক্তৃতার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট ছিল, ইসলামী মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ এতে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। এগুলো এমন মূল্যবোধ যা আমাদের সবারই অবলম্বন করা উচিত। তিনি আরো বলেন, আমার ওপর এবং উপস্থিত সবার সামনে তিনি এটি প্রমাণ করেছেন যে,

ইসলাম এক শান্তিপূর্ণ ধর্ম এবং কুরআনের আয়াতমূলে তা প্রমাণ করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর জীবন এবং তাঁর খলীফাদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা হয়েছে। এটি আমার খুব ভালো লেগেছে আর জামাতে আহমদীয়ার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও স্পষ্ট করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামকে বোঝার সুযোগ পেয়েছি।

আরেকজন অতিথি তার মতামত এবং ভাবাবেগ এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি যেভাবে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এবং সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে কথা বলেছেন আর কুরআনের ভিত্তিমূলে সেই সব সমস্যার সমাধান তুলে ধরেছেন তা খুবই উন্নত মানের ছিল, অন্তত পক্ষে আজকের পূর্বে আমি আদৌ জানতাম না যে, কুরআন ইনসাফ তথা ন্যায় বিচার সম্পর্কে এত স্পষ্ট শিক্ষা দিয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। পূর্বে শুধু তা-ই জানতাম যা প্রচার মাধ্যম প্রকাশ করে কিন্তু আজকে আমি এর বাস্তব চিত্রের ভিন্ন দিকও অনুধাবন করতে পেরেছি। খলীফা কুরআনের একটি আয়াতের আলোকে কথা বলেছেন যাতে উল্লেখ ছিল, যারা তোমার প্রতি ন্যায়বিচার করে না তাদের সাথেও ন্যায়পূর্ণ আচরণ করা উচিত। তিনি আরো বলেন যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতো এই কথার আমার ওপর গভীর প্রভাব পড়েছে।

এরপর একজন ড্যানিশ ভদ্রমহিলা বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না কিন্তু আজ আমি অনেক কিছু শিখেছি আর আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে আনন্দিত যে, আপনাদের খলীফা আমার শিক্ষক। আমি বিশ্বাস করি যে, ইসলাম এক শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিপূর্ণ ধর্ম। মানুষ তাঁর বার্তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে, এটি আমার বাসনা। আমি চাই এই বক্তৃতার ড্যানিশ অনুবাদ যেন আমার হস্তগত হয়, যেন বক্তৃতার প্রতিটি শব্দকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি এবং মনুষকে অবহিত করতে পারি। তিনি আরো বলেন, খলীফার বাণী পুরো ডেনমার্কে প্রচার করা উচিত, তাঁর বার্তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং শিখতে হবে। আমার ধারণা ছিল সব মুসলমান সহিংস হয়ে থাকে কিন্তুএমন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এখন আমি সত্যিই লজ্জিত।

এরপর একজন ড্যানিশ রাজনীতিবিদ যার নাম কেমলোফ হোম, তিনি বলেন, আপনাদের খলীফা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেন যে, ইসলাম সব ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। পৃথিবীর মানুষের খলীফার কথা শোনার প্রয়োজন রয়েছে, তাঁর কথা দূর দুরান্তে বিস্তার লাভ করা উচিত। আপনারা হয়তো একটি ছোট্ট বা ক্ষুদ্র জামাত কিন্তু আপনাদের বাণী অতীব মহান।

আরেকজন ড্যানিশ শিক্ষক বলেন যে, আজ আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আমি গিয়ে আমার ছাত্রদেরকে সেসব বিষয় অবহিত করবো যা আপনাদের খলীফাকে বলতে শুনেছি। অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে ভীত কিন্তু খলীফার কাছে এটি শিখেছি যে, ইসলামকে নয় বরং উগ্রতা আর সহিংসতাকে ভয় করা উচিত। ইসলাম এবং সন্ত্রাস একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

মালমোতেও ১৪০ এর অধিক সুইডিশ অতিথি মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সাংসদ, মালমো শহরের পুলিশ প্রধান, গীর্জার প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং জীবনের বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

একজন ইহুদী অতিথি বলেন যে, আজকের এই দিনটি সত্যিই জ্ঞান বা শিক্ষার দিক থেকে অনেক ভালো একটি দিন ছিল। ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। এক মুসলমান নেতার প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ বাণী শুনে আমি হতভম্ব।

এক ভদ্র মহিলা যিনি খ্রিষ্টান পাদ্রী এবং হাসপাতালে কাজ করেন, তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে আপনা দের খলীফার বক্তৃতা আমাকে প্রকম্পিত করেছে, আমি সত্যিই আবেগ আপ্লুত। আজ একজন মুসলমান নেতাকে শুধু শান্তি সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুনেছি, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, ইসলাম মানবতার সেবার ধর্ম। তাঁর বক্তৃতার সর্বোত্তম অংশ ছিল, তিনি বলেন, মানবতার তাদের স্রষ্টাকে চিনতে হবে, খোদার সত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই, আর আমার দৃষ্টিভঙ্গীও এটিই।

মালমো শহরের মেয়র এন্ডারসন সাহেব বলেন যে, আমরা এ মসজিদকে এই শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ইন্টিগ্রেশন (সামাজিক সংঘবদ্ধতার) এর কারণ মনে করি। একজন সাংবাদিক বলেন, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো মসজিদের ব্যয়ভার জামাতের সদস্যরা নিজেরা বহন করেছেন, আমার জন্য এটি আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল। এটি সামান্য কোন অংক নয় বরং ৩০ মিলিয়ন ক্রোনারের বিষয় এটি।

মালমো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন যে, খলীফার বক্তৃতা সুদূর প্রভাব বিস্তারী ছিল। শান্তি, প্রেম-প্রীতি,

ভালোবাসা এবং সহনশীলতার অত্যন্ত ইতিবাচক এবং আন্তর্জাতিক সার্বজনীন বার্তা তিনি দিয়েছেন। মালমোর আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীয়্যতের প্রফেসরও এসেছেন, তিনি বলেন, খলীফার বক্তব্য খুবই আকর্ষণীয় এবং প্রভাব বিস্তারী ছিল।

চার্চ অফ সেন্টোলোজী সুইডিস প্রতিষ্ঠানের ইনফরমেশন বা তথ্য বিভাগের প্রধান বলেন যে, খলীফা তার বক্তৃতায় যা বলেছেন তার মধ্যে থেকে একটি বাক্য আমার খুব ভালো লেগেছে, তা হলো এক মহৎ উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করা উচিত।

এক বন্ধু মাইকেল যার পিতা-মাতা পুলিশ, তিনি সুইডেনে থাকেন, তিনি বলেন যে, বক্তৃতা সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ ছিল, তাতে শান্তি এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার বার্তা ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সত্তায় আমি বিশ্বাস রাখি কিন্তু এখানকার অধিকাংশ মানুষের আল্লাহ্‌র সত্তায় বিশ্বাস নেই। তাই আমি গর্বিত যে, এমন ব্যক্তি সুইডেনে এসেছেন যিনি আল্লাহ্ এবং এক স্রষ্টায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন।

একজন সুইডিস অতিথি তার মতামত এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, আজকের এই সন্ধ্যা আমাকে অভিভূত করেছে, ইসলাম কি তা আমি শিখেছি, খলীফা কয়েক মিনিটে বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে কথা বলেছেন, এমনভাবে ইসলামের ডিফেন্ড করেছেন, যা ইতোপূর্বে আমি কখনো শুনিনি। একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী বলেন যে, আপনাদের খলীফার বক্তৃতার প্রতিটি শব্দের সাথে আমি একমত, বিশেষ করে তাঁর এই কথা আমার পছন্দ হয়েছে যে, আমাদের খোদাকে স্মরণ রাখা উচিত, এটিই ধর্মের ভিত্তি। এছাড়া প্রথম দিকে তিনি যখন কুরআন পাঠ করেছেন, তা সত্যিই আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ ছিল, আধ্যাত্মিকতায়পরিপূর্ণ মনে হয়েছে এবং এটি আমাকে কাঁপিয়ে তুলেছে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, এমন বহু ইমপ্রেশন, মতামত বা ভাবাবেগ রয়েছে, বিশেষ করে বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, এক কথায় সকলেই বলেন যে, ইসলামের এই শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অবশ্যই উগ্রতার এবং সন্ত্রাসের পরিপন্থি। একজন সাংসদ বলেন যে, খলীফার সর্বত্র সকল পর্যায়ে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। মানুষের তাঁর কথা শুনা উচিত। যদি কারো হৃদয়ে ইসলামের কোন ভীতি থাকে তাহলে আজকে তা দূর হয়ে গিয়ে থাকবে।

হুযুর (আইঃ) খোৎবা জুমুআর শেষে বলেন, যে, আল্লাহতা'লার উৎলে রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছেছে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, যদি আমরা আমাদের উপায় উপকরণকে দেখি তাহলে আমরা ভাবতেও পারি না যে, এত বিশাল জনগোষ্ঠির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সম্ভব হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র তাকদীর যেখানে সিদ্ধান্ত করেছে যে, এই বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে তখন এই উন্নতিকে কে বাধাগ্রস্ত করতে পারে? কোন জাগতিক শক্তি এই পথে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সর্বদা সব আহমদীকে বিশ্বস্ততার সাথে সম্পৃক্ত রাখুন আর আমরা যেন অচিরেই খোদার প্রতিশ্রুতি সমধিক মহিমার সাথে পূর্ণ হতে দেখি বা দেখতে পাই।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 27th May, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B